সংবাদ

7 JUL 2008

শিক্ষা ব্যবস্থা কতকাল খুঁড়িয়ে হাঁটবে

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বড় সমস্যা সুনির্দিষ্ট কোন শিক্ষানীতি নেই। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তখন সে সরকারের মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটে শিক্ষায়। উপরের স্তরের শিক্ষা কারিগররা তাদের মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে ইচ্ছে করলেই যে কোন রীতিনীতি শিক্ষা পদ্ধতিতে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করতে পারেন। এর বাস্তবায়ন বা গ্রহণযোগ্যতা সর্ব সাধারণের উপকারে আসুক বা না আসুক। এ কারণেই অসংখ্য অসঙ্গতি রয়েছে প্রাথমিক থেকে শুরু করে শিক্ষার উচ্চতর পর্যন্ত। কিছুদিন আগে প্রবর্তিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রামারবিহীন ইংরেজি বিষয়ের কমিউনিকেটিভ পদ্ধতিটি গ্রামগঞ্জের শিক্ষার্থীদের মাথায় পাথরের মতো বোঝা হয়ে চেপে বসেছিল। এসএসসি ও এইচএসসিতে শিক্ষার্থীরা শুধু ইংরেজি বিষয়েই গণহারে ফেল করছিল। অতঃপর কমিউনিকেটিভ ইংরেজির ব্যর্থতা বুঝতে পেরে গ্রামার বিষয়টি পুনরায় সংযোজন করা হয়। চালু করা হয় এসবিএ পরীক্ষা পদ্ধতি। এর সফলতা পেতে না পেতেই শোনা যাচ্ছে কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা চালু করার কথা। এই পদ্ধতিতে ৪০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে অবজেকটিভে এবং বাকি ৬০ নম্বর থাকবে কাঠামোগত প্রশ্নের জন্য। ৭৯৩ কোটি টাকার বিদেশী অনুদান নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পদ্ধতিটি ২০১১ সাল থেকে এসএসসি পর্যায়ে চালু করতে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে শুরু হবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা। বোঝা যাচ্ছে এসবিএ পরীক্ষা পদ্ধতিটি বহু অর্থ ধ্বংসের পর আঁতুরঘরেই মারা যাবে। এই ঘন ঘন পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের। গচ্চা যায় রাজভাণ্ডার থেকে কাড়ি কাড়ি টাকা। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়গুলো মাথায় রাখেন কী? আবার নাকি একমুখী শিক্ষানীতি প্রবর্তনের জল্পনা-কল্পনা চলছে জনমত উপেক্ষা করে। কার স্বার্থে এবং কেন?

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে রয়েছে ১১ প্রকারের শিক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলোর ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যসূচি, ধরন, প্রকৃতি ইত্যাদিতে রয়েছে মিলের চেয়ে অমিল বেশি। ফলে ভিন্ন মেধা, অসমান মননশীল ও রুচির জনগোষ্ঠী শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই তৈরি হচ্ছে। সামগ্রিক শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ভিন্নতা দূর করা প্রয়োজন। কিন্তু এই ভিন্নতা দূর করা আদৌ সম্ভব নয়। এ জন্যই প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও শিক্ষা খাত থেকে কাম্য সফলতা পেতে আমরা হচ্ছি ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা নিয়ে জাতি আর কতকাল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবে?

শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন পরিবর্ধন আনয়নের সময় বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গাঁওগেরামের শিক্ষক অভিভাবকদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। অথচ শিক্ষা নামক চাকার গাড়ি এদের নিয়েও ঘুরে। যে কোন নতুন পদ্ধতি ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় বিনা নোটিশে। তাহলে কী বুঝতে হবে– শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আরও শিক্ষিত করার ধ্যান-ধারণাটি প্রকল্প বা পদ্ধতি প্রণয়নের সময় মাথায় রাখা হয়। কৃষক বা হতদরিদ্র চিরদিন অশিক্ষার অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকবে কী?

না, তাদের পাশে শিক্ষার পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিদেশী সাহায্য পরিচালিত ১৫৩টি বেসরকারি সংস্থা। বস্তিবাসী, ঝরেপড়া শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী, শিশু-শ্রমিক, বয়স্ক নিরক্ষর ইত্যাদি হরেক ধরনের মানুষকে শিক্ষা জগতে টেনে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে এসব এনজিও সংস্থা।

কিছু কিছু এনজিও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় গুটিকয়েক ইউনিয়নে প্রতি ওয়ার্ডে চালু করেছে একটি শিক্ষা কেন্দ্র। এই শিক্ষা কেন্দ্রে ত্রিশ জন প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ঝরেপড়া শিক্ষার্থীকে একজন স্থানীয় শিক্ষক নিজস্ব স্টাইলে পড়ায়। জাতীয় কারিকুলামের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে তাদের প্রণীত পাঠ্যক্রম। নয়টি ওয়ার্ডের শিক্ষা কার্যক্রমকে মনিটরিং করার জন্য ইউনিয়নের কেন্দ্রে স্থাপন করেছে মনিটরিং সেন্টার। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই সব কেন্দ্রে তিন ঘণ্টা পড়ানো হয়। কোন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী দিন শিক্ষক তার কারণ অনুসন্ধান করতে শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। এই খোঁজ-খবর নেয়ার বিষয়টিকে অভিভাবকরা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করে। তার পরবর্তী দিন সে নিজে তার সন্তানকে নিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রে হাজির হয়। তার সন্তান কি শিখল, কতটুকু উপকারে আসবে এই শিক্ষা– তা সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের বিচার্য বিষয় নয়। এনজিও শিক্ষকরা গুরুত্বের সঙ্গে পড়াচ্ছে– তাতেই তারা খুশি। এই ধরনের স্কুলের শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণী অতিক্রম করার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে। কেউ বা কর্মমুখী শিক্ষায় ভর্তি হয়ে হাতে-কলমে কাজ শেখে। ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং, টেক্সটাইল, কম্পিউটারিং, লেদ মেশিন, শিক্ষা, ইলেকট্রিক ডিপ্লোমা ইত্যাদি ট্রেড কোর্সে ভর্তি হয়ে স্বল্প আয়ের চাকরিপ্রাপ্তির সার্টিফিকেট অর্জন করে। পড়া নয় শুধু এনজিওগুলো চাকরি পাইয়ে দেয়ার ব্যাপারে এই ধরনের শিক্ষার্থীদেরও সহযোগিতা করে। কর্মস্থলে যোগদান করার পর কোন অসুবিধা হয় কিনা সে দিকেও খেয়াল রাখে। কোন কোন এনজিও দশ-বার বছরের কর্মজীবী শিশুদের ধরে এনে প্রথম হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেয়। পাশাপাশি এদের মা-বাবাকে উপবৃত্তির টাকা প্রদান করে। এসব বিদ্যালয়ে জাতীয় কারিকুলাম সংক্ষেপে পড়ায়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আট বছরের কোর্সকে চার বছরে পড়িয়ে দেন। অর্থাৎ প্রতি ছয় মাস অন্তর শ্রেণী পরিবর্তন করে। তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা যায়, আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা কাম্য পর্যায়ের নয় বিধায় শিক্ষার্থীরা এই এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে চলে যায়। ফলে সরকারের কাড়ি কাড়ি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী শূন্যতা দেখা দিচ্ছে। ওই পরিস্থিতি কী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সুখকর?

কিছু প্রশ্ন সাধারণ জনমনে আসে। বহু বিদেশী সংস্থা স্থানীয় এনজিওগুলোকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কোটি কোটি টাকা কেন দিচ্ছে? তাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া? অথবা গরিব জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে দারিদ্র্য বিমোচন করাই কী উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্যটি ইতিবাচক হলে তর্কের কিছু নেই। কিন্তু উড়ে এসে জুড়ে বসে এত উপকার করার কারণ কী? রহস্য কিন্তু রয়েই যায়।

১৩ মে ২০০৮ইং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঘোষণা করেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের একাডেমিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের হাতে ছেড়ে দেবে। বিশ্বব্যাংক ও এডিবির অর্থায়নে এই কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ব্র্যাক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাইমারি শিক্ষাকে ব্র্যাকীকরণের কারণ কী? কেউ কেউ বলছে, ব্র্যাক পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল। তাদের ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ভাল। অতএব, আমাদের প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্র্যাকের অধীনে ছেড়ে দেয়াই উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ শিক্ষকরা এই সিদ্ধান্তটি মেন নিতে রাজি নয়, বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে শিক্ষক সমিতিগুলোও।

for Tend
otice Number-0
the eligible Tenders a
conditions stated be
Price
Bashir Ullah
an's Bari Via
nj Upazila.
hashialee High
p Tubewell at
School. Under
p Tubewell at
H/O Sanaullah
Taltoli Village
Zilania Zame
ila.
Mosque Under
Dipta Bangla
Field Under
Zame Mosque
Zame Mosque
spital to Thana
ichar Upazila.
Mosque Under
an Late Yusuf
g road Under
Madrasha Gate
ti Upazila.
tion of Arsenic
Bazar Under
Under Sadar
Zame Mosque
ur South Balia